দৈনিক ইত্তেফাক

২৮

তারিখ 08 APR 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

সহযোগিতা বাড়াইতে ঐতিহাসিকদের ভূমিকা পালন করিতে হইবে

—এরশাদ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলিয়াছেন, দক্ষিণ এশীয় সকল দেশের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সমঝোতা বিকাশে ঐতিহাসিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় সার্কের প্রথম ইতিহাস সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সার্ক দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণে ঐতিহাসিকদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আমাদের প্রত্যেকের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। দেশের প্রতিটি মানুষ স্বাধীনতার সুফল যাহাতে ভোগ করিতে পারে, সেব্যাপারে সকলকে তৎপর হইতে হইবে।

তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলনে সার্ক সদস্যভুক্ত দেশ বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল ও শ্রীলংকার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করিতেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, সার্ক মহাসচিব আবুল এহসান, প্রফেসর এ, কে, এম আবদুল আলীম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব নূরুল মোমেন খান এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইতিহাস সম্মেলন জাতীয় প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ এ, আর, মল্লিক। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, কূটনীতিক মিশনের প্রতিনিধি ও সরকারী বেসরকারী সংস্থার প্রতি-

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

নিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, বিশ্ব দরবারে আমাদের বিগত-দিনের উজ্জ্বল ইতিহাস তুলিয়া ধরা ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব। বিশ্বের এই অঞ্চল যে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির ইতিহাসে গৌরবান্বিত, উহার সঠিক মূল্যায়ন করিতে হইবে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ হিমালয় পর্বত ও ভারত মহাসাগরের প্রাকৃতিক সম্পদের উল্লেখ করিয়া বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার সম্পদ ও প্রাচুর্য সবসময়ই পারস্পরিক সহযোগিতা ও দ্বিপক্ষীয় স্বার্থের ভিত্তিতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ অর্থনৈতিক তৎপরতায় শিল্পোন্নত দেশসমূহের উপর এ অঞ্চলের নির্ভরশীলতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সহনশীলতা, সহযোগিতার ও উদার মনোভাবের অভাবে আমরা একে অপরকে সন্দেহ-অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। এই অবন্ধুসুলভ সম্পর্কের দরুন উন্নত ও শিল্পোন্নত দেশ লাভবান হইতেছে এবং তাহাদের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই সঙ্গে আমাদের দেনার দায় বৃদ্ধি ও নিজেদের অগ্রগতি আকাংক্ষিত লক্ষ্যে অগ্রসর হইতেছে না। তিনি বলেন, ফলশ্রুতিতে এ অঞ্চল কৃষির উপর নির্ভরশীলতা ও সমস্যা জড়িত অবস্থায় থাকিতেছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, কালের পরিবর্তনের সাথে আমরা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছি এবং আমাদের সময় আসিয়াছে প্রতিবেশীদের আরও গভীরভাবে বুঝার ও মূল্যায়নের।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদারের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন আমাদের বর্তমানের চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, এ অঞ্চলের ইতিহাস প্রগতি ও সফলতার ইতিহাস। তিনি ঐতিহাসিকদেরকে এ অঞ্চলের বিগত দিনের গৌরবময় অধ্যায় তুলিয়া ধরিয়া আগামী-দিনের উন্নয়নকে সুনির্দিষ্ট সহযোগিতার মধ্যে আগাইয়া নেওয়ার আহ্বান জানান। আবুল এহসান বলেন, সার্ক সদস্যভুক্ত দেশের এই প্রথম ইতিহাস সম্মেলন হইতে আমরা আমাদের বিগত দিনের সহযোগিতার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করিয়া সার্কভুক্ত দেশের জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে একটি যৌথ ও যুগোপাযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিব।

সভাপতির ভাষণে ডঃ এ আর মল্লিক দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সুষ্ঠু মূল্যায়নের জন্য ঢাকাভিত্তিক একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।